DEC. 04 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'ছাত্ররাজনীতি মুক্ত' খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের সংঘর্ষ, নেপথ্যে কতিপয় শিক্ষক!

খুলনা প্রতিনিধি : ছাত্রদল সমর্থকদের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবরক্ষক শ্যামল কান্তি সমদ্দারকে (৩০) প্রহার, ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিটি গতকাল সোমবার থেকে কাজ শুরু করেছে। আগামী ৩ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাত্র ছয়দিনের ব্যবধানে দুটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় রাজনীতিমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিগত সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্যামল কতিপয় শিক্ষকের ইন্ধনে ছাত্ররা গত ২১ জানুয়ারী তৎকালীন উপাচার্য ড. এস এম নজরুল ইসলামকে লাঞ্ছিত করার সময় বাধা দেন। ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধ ও আ.লীগ সরকারের সময়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ নিহত অধ্যাপক আঃ রাজ্জাকের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার কারণে গত রোববার তার ওপর কতিপয় ছাত্র বহিরাগতদের নিয়ে হামলা চালিয়ে বেদম প্রহার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের আহ্বানে নিজেদের এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ শ্যামলকে উদ্ধার করতে গেলে ছাত্র ও বহিরাগতরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মামুনুর রশিদ, সুসানসহ ৪ জন আহত হয়।

এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ক্যাম্পাসে অবস্থানরত কর্মকর্তাদের পরিবহনকারী গাড়ি আটক করে তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে তারা ইফতারির কয়েক মিনিট পূর্বে খুলনা-সাতক্ষীরা সড়ক অবরোধ করে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। দেড় ঘন্টা পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

এ ঘটনায় গত রোববার রাতে উপাচার্য ড. এস আবদুল কাদির ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কমিশনার আলী ইমাম চৌধুরী, পুলিশ সুপার মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া ছাত্রদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে তদন্ত করার জন্য প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহকে আহ্বান করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটিকে আগামী ৩ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ভোরের কাগজকে জানান, তারা গতকাল সোমবার থেকে তদন্ত শুরু করেছেন। এখন কিছু আর বলা যাবে না।

এ ব্যাপারে উপাচার্যের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভোরের কাগজকে জানান, তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর ছাত্র হলে বহিরাগতদের প্রবেশ ও তাদের মোটরসাইকেল ছাত্রদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ ও প্রহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। তাকে কেউ কিছু জানায়নি।

উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর ড. এম আবদুল কাদির ভুঁইয়া উপাচার্য হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি যোগদানের পর মাত্র ছয় দিনের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কতিপয় সরকারপন্থী শিক্ষকের উস্কানিতে ছাত্ররা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।